দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1-1 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স

মেজর আবুল বাশার
জি–২ শিক্ষা

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের এক আধাসামরিক সেনা সংগঠন বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। এ বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যদিও সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান দমন করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় রাখা তবুও এ বাহিনীর কার্যক্রম শুধুমাত্র এই পেশাগত ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশগঠন, জাতির সেবা এবং রাষ্ট্রকল্যাণের জন্য নিজেকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলাই যেহেতু একটি দেশের নাগরিকের অন্যতম লক্ষ্য তাই জাতির শক্তি সাহসও বীরত্বের অন্যতম উৎস এই বাংলাদেশ রাইফেল্‌স পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার এক নিরলস প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। সুশিক্ষিত নাগরিক মানেই উন্নত জাতি ; এই আপ্তবাক্যে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স একান্তভাবে বিশ্বাসী। তাই বি ডি আর সৈনিকদের পেশাগত ও প্রশাসনিক শিক্ষন প্রশিক্ষনের সাথে পাল্লা দিয়ে সমান তালে এখানে এগিয়ে চলছে মানুষ গড়ার কাজ। চলছে স্কুল কলেজের শিক্ষা। বলা চলে শিক্ষাঙ্গনেও বাংলাদেশ রাইফেল্‌স ক্রমশঃ এক ঐতিহ্যবাহী সুনাম অর্জন করে চলেছে। শিক্ষা মানুষকে মহান করে। মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে। জীবনের ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ জাগিয়ে শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে। সেই সঙ্গে তা মানুষের অন্তরে জাগায় দেশ প্রেম ও জাতীয় চেতনা। মেরুদণ্ডের জোরে মানুষ যেমন সোজা হয়ে দাড়াতে পারে তেমনি শিক্ষা ও জাতিকে দেয় সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি। তাই শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স জাতির এই মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করার কাজে নীরব সাধকের মত বিদ্যা বিতরনের সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। পিলখানায় অবস্থিত বি ডি আর সদরদপ্তরসহ দেশের বিভিন্ন সেকটরে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স অত্যন্ত দক্ষতা, নৈপুন্য ও শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করছে বেশ কটি স্কুল কলেজ। একনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল পরিচর্যা, উন্নত মানের শিক্ষাদান ব্যবস্থা, মনোরম পরিবেশ ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এসব প্রতিষ্ঠান গুলোকে স্বনামধন্য করে তুলেছে। বিশেষ করে বি ডি আর সদর দপ্তরে স্থাপিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব অল্প সময়েই রাজধানীর ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রথম সারির স্কুল কলেজগুলোর পাশে দাঁড়াবার মত গৌরব অর্জন করে নিয়েছে। নগরীর কোলাহলময় ব্যস্ততা থেকে মুক্ত বি ডি আর এর সংরক্ষিত এলাকায় স্থাপিত বলে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর কথা অনেকেই জানতেন না। কিন্তু কালের প্রবাহে এগিয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর। এরই মধ্যে স্বীয় পরিশ্রম আর সাধনার মাধ্যমে বিডি আর পরিচালিত এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এবং শিল্প সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করে নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি বি ডি আর পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর সব কটিই একদিন দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

রাইফেল্‌স পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ : বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদর দপ্তর পিলখানার শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এইটি একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উন্নত মান ও সঠিক পদ্ধতির শিক্ষার অভাব নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, প্রশাসনিক দুর্নীতি অনিয়ম ও অরাজকতার এই চরম সংকটময় যুগে রাইফেল্‌স পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ একটি আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠান ও আত্মবিকাশ : ১৯৭৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি জুনিয়র স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যালয়টি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী গোলাম দস্তগীর পি এস সি এর সুযোগ্য তত্বাবধানে সুকঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সুনিপুণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে গৌরবময় অগ্রযাত্রা শুরু করে তা আজও অব্যহত রয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী এখানে বিভিন্ন সময়ে মহাপরিচালক পরিবর্তিত হয়েছেন। গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁদের প্রাজ্ঞচিন্তাভাবনা ও সুদক্ষ পরিচালনা গুনে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ জুনিয়র স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুল (১৯৭৮) এবং পরে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৮৩) রূপান্তর লাভ করে। মুলতঃ বি ডি আর সদস্যবৃন্দের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রতিযোগিতামুলক শিক্ষার ক্ষেত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাইরের শিক্ষার্থীদেরও এখানে অধিকাংশ হারে ভর্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। সুদক্ষ কার্যকরী পরিষদ, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত সুশৃঙ্খল এ প্রতিষ্ঠানটি এখন বোর্ড পরীক্ষাসমূহে মেধাতালিকায় স্থানলাভসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে স্কুল ও কলেজ শাখা মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ১২৩৮ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৪৫। স্কুল শাখায় বিজ্ঞান ও মানবিক এবং কলেজ শাখায় বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ চালু রয়েছে।

ফলাফল : বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে কৃতিত্বের অব্যহত ধারা। এখানে স্কুল এবং কলেজ সেকশনে ১০০% ছাত্রই প্রতিবৎসর কৃতকার্য হয়। বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে পাসের হার স্কুল শাখায় ১০০% এবং কলেজ শাখায় প্রায় ১০০%। স্কুল শাখার বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কস ১০০% ও কলেজ শাখায় এই হার প্রায় ২০% জুনিয়র বৃত্তি ও প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসরই অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে এলাকাভিত্তিক কোটায় একাধিক ট্যালেন্ট পুল সহ সর্বাধিক সংখ্যক বৃত্তিলাভ করে আসছে।

সম্মিলিতমেধাতালিকায় য

সন	বিভাগ	প্রাপ্ত স্থা
১৯৮২	মানবিক	৬ষ্ঠ
১৯৯২	বিজ্ঞান	১৯তম
১৯৯৩	মানবিক	১ম
১৯৯৩	মানবিক	৪র্থ
১৯৯৩	মানবিক	২০তম

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1-1 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সাহিত্য সংস্কৃতিক্ষেত্রে কৃতিত্ব

১৯৭৮ সনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায়, ১৯৯২ সনের আঞ্চলিক সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায়, ১৯৯৩ সনের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায়, ১৯৯৪ সনের জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় এবং বিভিন্ন বৎসরের জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত শিল্প সংস্কৃতির নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পদক ও পুরস্কার লাভ করে আসছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে গৌরব

সন	প্রতিযোগিতারবিষয়	অবস্থান	নাম
১৯৮৯	জুনিয়র ব্যাডমিন্টন	চ্যাম্পিয়ন	রাসেল কবির
১৯৮৯	আন্তঃস্কুল কাবাডি	চ্যাম্পিয়ন	স্কুল বালক দল
১৯৯১	জাতীয় পর্যায়ে সাইক্লিং	চ্যাম্পিয়ন	জাহিদ হাসান
১৯৯২	জাতীয় পর্যায়ে সাইক্লিং	চ্যাম্পিয়ন	জাহিদ হাসান
১৯৯৩	আন্তঃস্কুল কাবাডি	চ্যাম্পিয়ন	স্কুল বালক দল
১৯৯৩	আন্তঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হল মহিলা হ্যাণ্ড বল	রানার আপ	কলেজ ছাত্রীদল
১৯৯৪	জাতীয় টেবিল টেনিস	চ্যাম্পিয়ন	এমদাদ আমীর খান

সেবামুলক কার্যক্রম :

সেবাভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ ও কৃতি স্কাউট গার্লস গাইড এবং বি এন সি সি দল। বিভিন্ন বৎসরের আভ্যন্তরীন ও

ফলাফল : এস এস সি

সন	নাম
	শাহনাজ সিনহা
	মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির
	নাদিয়া রওশন
	ফারহানা আহমেদ
	মনসুরা খাতুন

আন্তর্জাতিক স্কাউটস জাম্বুরীতে এ প্রতিষ্ঠানের স্কাউট দল অংশগ্রহন করে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করে। এর মধ্যে ১৯৭৮ সনে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ১০ম এশিয়া প্যাসিফিক জাম্বুরী, ১৯৯৩ সনে জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক পরিবেশ সংরক্ষন ক্যাম্প এবং ১৯৯৪ সনে হয় সার্ক স্কাউট জাম্বুরীতে এ প্রতিষ্ঠানের ৫জন স্কাউটের কৃতিত্বপূর্ণ অংশগ্রহন উল্লেখ যোগ্য। ১৯৯৩ সনে ২য় স্কাউটিং এ বিশেষ কৃতিত্বের জন্য স্কাউট লীডার এ. এ. এম সাইদুর রহমান প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করে।

টি ভি বিতর্ক :

জাতীয় টেলিভিশন বির্তক প্রতিযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের স্কুল ও একাধিকবার ... প্রতিষ্ঠানের কৃতী ছাত্রী নাহিদা রওশন বহুবার শ্রেষ্ঠ বক্তা ও বারোয়ারী বিতর্কে ৪র্থ স্থান লাভ করে বিতর্ক অঙ্গনে স্বনামধন্য হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের অপর কৃতী বিতার্কিক রিমি নাহরিন। তারও রয়েছে একাধিকবার শ্রেষ্ঠ বক্তা হবার ও বারোয়ারী বিতর্কে সাফল্যলাভের সুনাম।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

বিদ্যাশিক্ষার পাশপাশি এ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম চলে। এ উদ্দেশ্যে এখানে রয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক ১৩টি ক্লাব। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে এ সব ক্লাবের কার্যক্রম চলে এছাড়া নির্ধারিত সময়ে সারাবৎসর বিভিন্ন বিষয়ে হাউসভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিল্পসংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার এক গতিশীল ধারা এখানে বহমান রয়েছে।

শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা, নৈরাজ্য মুক্ত ও প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ মনোরম পরিবেশ কৃতি ছাত্র–ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন, উন্নত মানের বিশেষ কোচিং, প্রতিষ্ঠানের বাসে যাতায়াতের সুব্যবস্থা, শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসস্থান সংরক্ষন, সর্বোপরি ছাত্র–ছাত্রীদের নৈতিকতা, চরিত্রগঠন ও অর্থসংক্রান্ত কাজে সুকঠোর নীতি ও আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাইফেল্‌স পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ আজ ছাত্র–শিক্ষক অভিভাবকের জন্য এক অনন্য নির্ভরযোগ্য ও সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

বি ডি আর স্কুল ও কলেজ

বি ডি আর সদর দপ্তরে স্থাপিত এটি দ্বিতীয় স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সনে জুনিয়র স্কুল হিসাবে এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৫ সনে তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপে সরকারী বর্তমান ... মেজর জেনারেল আনোয়ার ... বীর প্রতীক এর অনুমোদন ও প্রচেষ্টাক্রমে কলেজে উন্নীত হয়। সুদৃশ্য ত্রিতল ভবন, প্রশস্ত প্রাঙ্গন নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি বি ডি আর সদর দপ্তরের শ্যামল সুষমামণ্ডিত সবুজ চত্বরে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও স্কুল শাখায় বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ এবং কলেজ শাখায় বিজ্ঞান মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে উভয় শাখা মিলিয়ে এখানকার শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৬০০ এবং শিক্ষক শিক্ষিকা সংখ্যা ৪২। বি ডি আর মহাপরিচালকের নির্দেশক্রমে বি ডি আর এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এঁদের সুদক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সুযোগ্য পরিচালনা গুণে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব

ফলাফল : এ প্রতিষ্ঠানও সূচনা লগ্ন থেকেই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে ক্রমশঃ রাজধানীর শিক্ষাঙ্গনে এক গৌরবময় স্থান করে নিচ্ছে। এখানেও বিগত কয়েক বৎসর ধরে স্কুল শাখায় পাসের হার ১০০%। বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কস প্রায় ৮০% জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় একাধিক ট্যালেন্টপুলসহ সন্তোষজনক সংখ্যক বৃত্তি লাভ করে থাকে।

মেধাতালিকা : ১৯৯১ সালে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে সুবেদার শামসুল হকের কন্যা আফরোজা বুলবুল সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১৪শ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে।

খেলাধূলা ও অন্যান্য বিষয়

১৯৮৮ আন্তঃস্কুল কাবাডি চ্যাম্পিয়ন।
১৯৯২ তৃতীয় স্কুল কাবাডি চ্যাম্পিয়ন।
১৯৯০ ও '৯১ বাটা কিশোরী হ্যাণ্ডবল এ দুবার রানার আপ।
১৯৯১ গোলক নিক্ষেপ (জাতীয় পর্যায়) স্বর্ণপদক লাভ।
১৯৯০–৯১ নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন।
১৯৯১ ও '৯২ বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দলের সদস্য এ প্রতিষ্ঠানের দুজন ছাত্রের বোম্বাইয়ে নৈপুন্য প্রদর্শন।
১৯৯৩ হান স্কাউটিং এ নুরুল আরমানের প্রেসিডেন্ট স্কাউট সার্টিফিকেট লাভ।

... সি কার্যক্রম চালু ... স্পোকেন ইংলিশ, বিতর্ক, ..., চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি ক্লাব ও খেলধুলার ব্যবস্থা।

প্রশাসনিক ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অনন্য শৃঙ্খলা, চরিত্রগঠন ও নৈতিকতা বিকাশে সুকঠোর সাধনা, শিক্ষাবৎসরের সর্বোত্তম ব্যবস্থার সবরকম ঝামেলামুক্ত নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশ, নিজস্ব বাসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাতায়াতের সুব্যবস্থা বার্ষিক মিলাদ, বনভোজন, শিক্ষাসফর ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানটিকে গৌরব ও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যোগাচ্ছে অপরিসীম শক্তি।

বিভিন্ন সেক্টরে স্কুল : সারাদেশে বি ডি আরের বিভিন্ন সেক্টরে রয়েছে আরো কয়েকটি স্কুল। এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও একই নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। স্ব স্ব এলাকায় এই সবকটি প্রতিষ্ঠানই স্বনামধন্য।

রাইফেল্‌স ট্রেনিং সেন্টার এ্যাণ্ড স্কুল

রাইফেল্‌স সেনাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য মুলতঃ এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা। এই প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রথম পিলখানায় ব্যাটেল স্কুল নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮১ সালে এই কেন্দ্র চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বায়তুল ইজ্জত নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। প্রশিক্ষন উপযোগী মনোরম পরিবেশে উচুঁনিচু টিলায় পরিবেষ্টিত এই স্কুল। প্রতি বৎসর দুটি রিক্রুট ব্যাচে প্রায় দুহাজার তরুন সেনা এখানে প্রশিক্ষন গ্রহন করে থাকে। সেই সাথে সারা বৎসর চলতে থাকে অভিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ রাইফেল্‌স সৈনিকদের ও বিভিন্ন প্রশিক্ষন। পেশাগত জীবনের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষন ও শিক্ষনের সুব্যবস্থা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর এই ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।